48

ভোরের কাগজ

তারিখ JAN. 28 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শর্টহ্যান্ড টাইপে ছাত্রছাত্রীদের অতিরিক্ত নম্বর প্রদান প্রসঙ্গে

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী,

আমরা চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল ও কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রী। আমরা বিগত বছরগুলোতে এইচএসসি পরীক্ষায় দেখেছি যে, শর্টহ্যান্ড টাইপে ছাত্রছাত্রীদের ২০০ নম্বরের মধ্যে ১৯৮ পর্যন্ত দেওয়া হয়। ফলে চতুর্থ বিষয়ে তাদের ১১৮ নম্বর যোগ হয়। এই বিষয়টিতে ব্যবহারিক নম্বর হলো ১৬০ যা কলেজের শিক্ষকই দিয়ে থাকেন বলে এই নম্বর নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। একজন ছাত্র ৪৮২ নম্বর পেয়েও শর্টহ্যান্ড টাইপে ১১৮ যোগ করে ১ম বিভাগে পাস করেছে এরকম রেকর্ড অনেক দেখা গেছে।

পক্ষান্তরে, কম্পিউটার একটি আধুনিক বিষয়। অনেক ভালো ছাত্রছাত্রী এই বিষয়টি চতুর্থ বিষয় নিয়ে তাদের আকাঙ্ক্ষিত মেধাস্থান দখল করতে পারছে না। কারণ এতে ব্যবহারিক নম্বর খুবই নগণ্য। তাই এ বিষয়ে লেটার মার্ক তুলতে অনেক কষ্ট হয়। অন্যদিকে শর্টহ্যান্ড টাইপে লেটার মার্কস আসে ব্যবহারিক পরীক্ষার সুবাদে। তাই এখানে পরীক্ষার কয়েকদিন আগে গিয়ে শর্টহ্যান্ড বিভাগের শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করলে ৯০% নম্বর খুব সাধারণভাবেই পাওয়া যায়। তাই পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, শর্টহ্যান্ড টাইপ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাই মেধাস্থান দখল করে রাখে। একমাত্র চতুর্থ বিষয়ে অতিরিক্ত নম্বর পাওয়াতে তারা মেধাস্থান দখল করে থাকে। যদিও তাদের চেয়ে অনেক মেধাবী ছাত্র কম্পিউটার পরিসংখ্যান বিভাগে থাকে।

যখন পাশাপাশি অবস্থিত দুই বন্ধুর মধ্যে কিংবা একই কলেজের দুটি বন্ধুর মধ্যে অপেক্ষাকৃত খারাপ ছাত্রটি চতুর্থ বিষয়ে অতিরিক্ত নম্বর পাওয়ার জন্য বোর্ড স্ট্যান্ড করে এবং ভালো ছাত্রটি একমাত্র চতুর্থ বিষয়ে কম নম্বর পাওয়াতে স্ট্যান্ড করতে পারে না, তখন স্বভাবতই তার মন ভেঙে যায়।

তাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের অনুরোধ, ছাত্রছাত্রীরা যাতে মূল নম্বর নিয়ে মেধা তালিকায় যেতে পারে। দান, অনুগ্রহ কিংবা অর্থের বিনিময়ে নম্বর নিয়ে যাতে মেধাস্থান দখল করার সুযোগ না থাকে সেজন্য শর্টহ্যান্ড টাইপ বিষয়টির ব্যবহারিক নম্বর কমিয়ে অন্যান্য বিষয়ের ব্যবহারিক নম্বরের সমান করা হোক। এর ফলে প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীরা আকাঙ্ক্ষিত মেধাস্থান অর্জন করতে পারবে।

মোঃ জাকির হোসেন
বাণিজ্য বিভাগ
শ্রেণী দ্বাদশ
চট্টগ্রাম পাবলিক কলেজ, চট্টগ্রাম।